প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা প্রকাশনী
১০ গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

মুদ্রণ :
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দলপতি
শ্রী সারদা প্রেস
৪।এ বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
বিভূতি সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ :
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

পরিবেশক :
ইণ্ডিয়ানা
২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

শ্রীধীরানন্দ রায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু

## সূচীপত্র

ঈথারে

সজাগ

# ঈথারে সজাগ

ঈথারে সজাগ
কান পেতে রাতের প্রহরে
যদি কোন শব্দ ফাঁকি দেয় ;
তিত্তিরে হাওয়ার শব্দ আর
সারা রাত বুকের আওয়াজ
ইঙ্গিতে কি কথা বলে !
কেন এত রাত
কেন এত রাত পাথরের গায়ে ?
নির্জন রাতের অন্ধকারে ওঠানামা জ্বর
শব্দে শব্দে জ্বর, জ্বরের বিকার
পাথরের গায়ে শব্দহীন অন্ধকার।

তবু আমি ঈথারে সজাগ
কান পেতে রাতের প্রহরে
শব্দ ভাসে ঈথারে ঈথারে
শব্দে জাগে প্রাণ।

# হরিৎ বাড়ি

মোরগ ডাকা ভোরের আলোয়-কে আমাকে চিনিয়ে দিলো
কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা এই বাড়িটা ?
শিথিল উরু সারা গায়ে জণ্ডিসে রঙ বুকের ওপর ধবল শ্বেতি ;
বাড়ি কোথায় !
বুকের পাঁজর মাথার খুলি দিয়ে গড়া লোহার খাঁচা
জানলা তো নেই,
হাওয়া ঢোকে কেমন ক'রে !

কেমন বাড়ি
রোদ ঢোকে না,
কিন্তু আমি যাব কোথায় ?
কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা সূর্য ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে এই বাড়িটা।
রোদ ঢোকে না,
সারা গায়ে হিজিবিজি ভূতুড়ে নাম
ওদের আমি চিনি না তো ;
ওরা কিন্তু চেনে আমায়।
যখন আমি আপন মনে একা একা বাড়ির ভেতর চলি ফিরি
নামগুলো সব দেয়াল থেকে নেমে আসে ;
ওরা আমায় ঘিরে ফ্যালে
যতই বলি, 'দাও ছেড়ে দাও
আলো হাওয়ার সঙ্গী হবো।'
অমনি ওরা দরজাগুলো ভেজিয়ে ফ্যালে
অন্ধকারে রা সরে না
ভয়ে আমি পালিয়ে আসি।

# প্রতীক্ষিত প্রভাত এলো

এতো রাত্রে কেন আবার কাক ডাকলো !
তবে কি আজ দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষিত প্রভাত এলো ?

সকাল বেলা সূর্য দেখে সবাই ডাকে।
অভ্যাসে রোজ। হাওয়ায় ভাসে।

দরাজ গলায় কপাট খুলে কেন আবার কাক ডাকলো !
দুপুর রাতে। আকাশ জুড়ে।

তবে কি ঘুম হয় নি রাতে ?
বহু দিন তো হয় না ঘুম, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে।
মহাশূন্যে। দিশেহারা।

তবে কি ডাক মনের বিকার ?
বিকার হলে ভুল বকবে মনের মধ্যে আপন মনে।
নিরুত্তাপে। ছন্নছাড়া !

তবে কি স্বর ক্ষুধার কান্না ?
ক্ষুধা ! সে তো বোধের বাইরে, ক্ষুধার মধ্যে বোধ ডুবেছে।
আদিগন্ত। আগুন জ্বলে।

সেবার আমি তোমায় পেয়ে ভেবেছিলাম প্রভাত এলো,
হায় হতোস্মি, যেমন আঁধার তেমন রইলো।
এতো রাত্রে কেন আবার কাক ডাকলো !
তবে কি আজ দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষিত প্রভাত এলো ?

# হাবুডুবু খেলায় মেতে

—'এই যে ভায়া কেমন আছো ?'
—'ভালই আছি। তুমি কেমন !'
—'আমার কথা বলো না ভাই
অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্চা কানের কাছে ট্যাট্যা করে
ভাতের জন্য বায়না ধরে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে।'
—'আমার কিন্তু গৃহিণীটি ভীষণ চালাক
খোকা খুকী কেউ জানে না ওরা যে সব অন্নভোজী।
নিজেও আমি ভুলেই থাকি
প্রথম প্রথম অনেকগুলো উপসর্গ লেগে থাকত,
এখন আমি দিব্যি আছি
ঘরে শুয়ে আকাশ দেখি
যেন আমি স্বভাব কবি।
গৃহিণীটি বিজ্ঞানী নয়, বিজ্ঞানে তার সন্ধানী চোখ
মাঝে মাঝে হেসে বলে,—'আজকে কিন্তু বৃষ্টি হবে।'
খোকা খুকী বেদম নাচে দু'হাত তুলে ওই আকাশে
বৃষ্টি হলে বেজায় খুশি।
ঘরের মধ্যে হাটু জলে
ওদের সাথে হাবুডুবু খেলায় মেতে
ভাল আছি। দিব্যি আছি।'

## চাকরি

চোদ্দপুরুষ বেকার ছিলাম
কে আমাকে চাকরি দেবে !
মাছের পরাণ বুকে নিয়ে
বৃথাই আমি চাকরি খুঁজি ॥

দিনগুলো তো ভালই কাটে
কষ্ট একটু যা হয় রাতে
ইচ্ছে করেই অনেক রাতে বাড়ি ফিরি ।

সেদিন রাতে ঘরে ফিরে
ভূত দেখলাম আমার ঘরে
শাড়ির আঁচল গলায় দিয়ে
বিকৃত মুখ ভূতটা কেমন
ছাতের সঙ্গে ঝুলে আছে !

মাছের পরাণ বুকে নিয়ে
চাকরি একটা পেয়ে গেলাম ।
হাসির চাকরি ; দমকা হাসি
মুচকি হাসি, দেঁতো হাসি ।
চাকরি আমার নিজেই আমি খুঁজে নিলাম ।

লোকে আমায় পাগল বলে
যে যা খুশি বলে যাক না
কিছুই আমার যায় আসে না
রাজার চাকরি প্রজার চাকরি

পাড়ার লোকের মুখের ওপর
মুঠো মুঠো হাসির চাকরি ছুঁড়ে মারব।

চোদ্দপুরুষ বেকার ছিলাম
চাকরি একটা পেয়ে গেলাম।
হাসির চাকরি।

## বাপকে বেটা

আমার ছেলে বাপকে-বেটা
হাড় ডিগ ডিগ চোদ্দ বছর।

টিঙ টিঙে ঠ্যাং উটের মত
লিক্‌লিকে হাত লাউয়ের ডগা
ফিক্‌ফিকে চোখ খোড়ল খানায়
বুকের ওপর খন্দ খামার

বন্ধ মুখে রা-কাড়ে-না
কড়কড়িয়ে হাড্ডি বাজায়

খর খরা রোদ, বৃষ্টি জলে
মড়মড়িয়ে লাঙল চষে
ধান বুনে সে কুঁড়ো খাবে
খিল্‌খিলে পেট বেজায় হাসে।

আমার ছেলে বাপকে-বেটা
হাড় ডিগ ডিগ চোদ্দ বছর।

# ছাঁটাই

এমন সময় হাতটা কেন খালি লাগছে !
হাতে কিছু ছিল না কি !
কোন দিনই হাতে কিছুই থাকে না তো
তবে কেন হাতটা এমন খালি লাগছে !
আজকে বুঝি পয়লা তারিখ ?

উনত্রিশটা দিনই এমন হাতটা আমার খালি থাকত
উনত্রিশটি সূর্য বেচে একটি দিনই কিনেছিলাম
হা-পিত্যেশ, দিনটি আমার ।

ভীমরতি আর কাকে বলে
সাঙ্গ আমার বেচা-কেনা
সূর্য ওরা আর নেবে না ।
বুকটা আমার ভালই আছে
ব্যথা এখন পায়ের নিচে ।
ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে জটিল হল
পায়ের নিচের মাটি আমার সরে গেছে ।

এই দুনিয়ায় অনেক মাটি
যেন একটা মাটির ঢিবি
নোনা মাটি, কাঁকর মাটি, কাদা মাটি
অথচ নেই পায়ের নিচে দু'পা মাটি ।

উনত্রিশটি সূর্য বেচে একটি দিনই কিনেছিলাম
সূর্য ওরা আর নেবে না ;
ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে জটিল হল
পায়ের নিচের মাটি আমার সরে গেছে !

# পাশের ঘরে

চায়ের কাপে চিনি আমার বেশি লাগে।
জেনে শুনেও বলতে আমি পারি না কো
তাই তো কিছুই বলি না তো।
চুরি করার অপরাধে চাকরটাকে যে দিন তুমি তাড়িয়ে দিলে
পাশের ঘরে কলম কামড়ে বসে ছিলাম।
কিছুই আমি বলি নি তো
বলার মত কি-ই-বা আছে
চায়ের কাপে চিনি আমার বেশি লাগে।

তুমি যখন ছেলেটাকে বকাবকি করতে থাক
আমি তখন আনমনাভাব অন্য ঘরে বসে থাকি
কিছুই ওকে বলি না কো
চায়ের কাপে চিনি আমার বেশি লাগে।

ভীষণ রাগে তুমি আমায় বললে বটে
'মুখ ফিরিয়ে থাকলে অমন কি হবে ও ভবিষ্যতে।'
রাগের তোমার কারণ আছে। একটু আমি ভেবে দেখি,
আমার বেলায় উপরি আয়
ছেলেটা তো বাজার থেকে রোজই ম্যানেজ করে থাকে
চাকর যখন চুরি করে কেমন করে তাড়াই তাকে ?
চায়ের কাপে চিনি আমার বেশি লাগে।

## বন নদী সমুদ্র বন্দরে

জটায়ুর মত এক পাখী
অন্তরঙ্গ পাখা মেলে সুদূর আকাশে
আমাদের বয়ে নিয়ে উড়ে এলো বায়ুবেগে।
পিছনে নগর স্ত্রৈণ চক্ষু মেলে উচ্ছল কল্‌কাতা
জং ধরা বনিয়াদী সভ্যতার পটে রঙ ছোপ ছোপ
আধুনিকতার।
নিম্নভূমি সমতল মাঠ
সবুজ সুন্দরবন, নদী।

আরো ঊর্ধ্বে উড়ে এলো পাখী
মুহূর্তে অদৃশ্য হলো বন নদী সমুদ্র বন্দর
ইউরোপ আমেরিকা এশিয়া আফ্রিকা।
জটায়ু পাখীতে ভর করে চোখে পড়ে
পৃথিবীর চতুবর্গ বিস্তীর্ণ সীমায়
শুধু একটি স্রোত
আকাশে পাতালে মর্তে ব্যাপ্ত চরাচরে।
আদি অন্ত দুর্জ্ঞেয় প্রজ্ঞায়।
শুধু জিগীষায়
আহ্নিক গতির চেয়ে দ্রুত—
বার্ষিক গতির চেয়ে দ্রুত—
শব্দ-ভেদী-বেগে
প্রবাহিত বন নদী সমুদ্র বন্দরে।

বন নদী সমুদ্র বন্দরে
আমার অস্তিত্ব নিরলস
অজানিত বুদ্বুদের সাথে।

## খাট বহর

শূন্য ভাল নয় হিসেব খাতায়।
ছ'হাত ধুতির মত খাট বহরের পসরায়
আড়াআড়ি কোণাকুণি টানাটানি কোছায় কাছায়
খতিয়ানে অঙ্কের বাহার
পসরা টালমাটাল
দিনে দিনে জমে ওঠে সংখ্যার পাহাড়

বহু গুণ বেশি জ্বলে আলো
হিসাব মেলাতে মেলে যতটুকু খতিয়ান
তার চেয়ে গোজামিল ঢের ভাল ;
গোজামিল দিয়ে দিয়ে খাট বহরের
নিজে আমি গোলেমালে মিলিয়েছি গোলামখানায় ;
কোছায় কাছায় হেরফের।

ঘড়িটা মন্থর গতি একরোখা চলেছে নাগাড়ে
গোলামখানার দিনগুলো একঘেয়ে
একগুঁয়ে দিনগুলো খাট নয় আড়ে।
অথচ এবার শাড়ি কিনে দিতে হবে মেয়েটাকে। বেসামাল ফ্রকে
লজ্জা তার ঢাকে না এখন
পাড়ার ছেলেরা ঢলে পড়ে রকে।

ছ'হাত ধুতির মত খাট বহরের যোগ বিয়োগের ঠিকে
এখন কোথায় রাখি মেয়েটার ভীরু চোখ দুটো
এবং নিজেকে !
রকে ঢলে পড়া ছেলেদের হাসি, অঙ্গ ছলাকলা
ছ'হাত ধুতির মত খাট বহরের পসরায়
মেয়েটা এবং মুদি মাস্টার সবাই কাবলিওয়ালা।

# ট্রেনের সিটে

'দাও না একটা লজেন্স কিনে।'
'চুপ কর বেটা হতভাগা !
খাওয়ার জিনিস দেখলে পরে জিভে তোমার লালা ঝরে।'
ধমক খেয়ে শুক্‌নো মুখে ট্রেনের সিটে রইল বসে
ট্রেনের গতি যেমন ছিল তেমন আছে
জানলা দিয়ে দূরের আকাশ দেখা যাচ্ছে।
মাসের আজকে শেষের তারিখ ;
আকাশটা আজ ভীষণ ফাঁকা একটি তারাও নেই আকাশে।

আকাশ সে দিন ভরাট ছিল আমি যখন শিশু ছিলাম
তারাগুলো হারিয়ে গেছে রাত পোহাবার অনেক আগে
আমার জিভেও লালা ছিল ঝরে নি' তো ট্রেনের সিটে।
এখন আমি বুড়ো বটে আমার জিভে নেই কি লালা ?
ওকে কেন ধমক দিলাম !
মাসের আজকে শেষের তারিখ।
ধমক খেয়ে শুক্‌নো মুখে ট্রেনের সিটে আছে বসে।
চোখটা আমার সরিয়ে নিলাম
শূন্য দৃষ্টি মেলে দিলাম ভীষণ ফাঁকা ওই আকাশে
তারাগুলো হারিয়ে গেছে রাত পোহাবার অনেক আগে।

## উথাল পাথাল

বাইরে এমন ঝড়ো হাওয়ায় মনটা কেন জ্বলে পোড়ে ?
পাতা ঝরে ;
মনটা কেন লুকিয়ে থাকে ঝড়ো হাওয়ায় ?
বুকের ভেতর
জ্বালাপোড়া
উথাল পাথাল
আষাঢ়-জলে ভেজে না তো !

তবে কি ছাই বুকের ভেতর মন কিছু নেই ?

নাই-বা থাকে মনটা যদি
বুকটা তবে কেন আছে ?
ছিল যে মন আজকে কি তা মরে গেছে ?
মরা মনের বোঝা এখন বুকের ভেতর
আর কাঁদে না !

আর কাঁদে না ;
আষাঢ়-জলে আর ভেজে না ;
ঝড়ো হাওয়ায় জ্বলে পোড়ে
পাতা ঝরে।

## সব চেনা মুখ অচেনা আজ

যাওয়ার সময় অনেক কথা বলেছিলে
অনেক কথাই হারিয়ে গেছে
শুকনো পাতার মতই কথা ঝরে গেছে
এখন তারা হাওয়ায় ভাসে, রোদে পোড়ে, জলে ভেজে।

একটি কথা বুকের মধ্যে লেখা আছে
যে কথাটা বলেছিলে দীর্ঘ দিনের নীরবতায়
নীরব চোখে, চোখের জলে।

তখন আমার বুকটা ছিলো সাদা কাগজ।

কালির আঁচড়, পেন্সিল স্কেচ
রঙ-বেরঙের মুখের আদল জমে জমে
সব চেনা মুখ অচেনা আজ মুখের ভিড়ে।
মেঘলা আকাশ, আষাঢ়ে মেঘ বুকের ভেতর
সাদা কাগজ চিত্রায়িত তুলির টানে।

মুখের ভিড়ে বুকের ভেতর হারিয়ে গেছি।
ঝাঁজরা বুকে কালির আঁচড়, পেন্সিল স্কেচ, তুলির টানে
সব চেনা মুখ অচেনা আজ।

# আলোর প্রলেপ

বেশ তো আছি ভালোই আছি
ভালো থাকার জন্য আমি প্রতিদিনই এগিয়ে চলি
চেনা পথের ভেতর দিয়ে বাঁধা বুলির অভ্যাসে রোজ
নিয়ম মত।

স্বপ্ন-বিভোর ঘুমিয়ে থাকে সবাই যখন
গভীর রাতে শূন্যদৃষ্টি জেগে থাকি একলা আমি।
কেউ জেগে নেই কোনখানে
যেন আমি নিহত দ্বীপ অথৈ জলে।

বিশাল আকাশ বুকটা ঝাঁজরা
চেনা পথের ভেতর দিয়ে ঝাঁজরা আকাশ তারায় ঢাকা
বুকের ওপর কুচো অঙ্গার জ্বল-জ্বলন্ত
জ্বলে জ্বলে খাক্ হয়েছে বিশাল আকাশ
একটা শুধু চাঁদ আছে তার প্রলেপ দিতে
আলোর প্রলেপ।

তোমার দৃষ্টি আলোর প্রলেপ
অন্ধকারটা বুকের ভেতর। নিহত দ্বীপ অথৈ জলে।
অথৈ জলে জলের নিচে মরা কোটাল ;
মরা কোটাল বুকের ভেতর।

রোজ ওঠে চাঁদ আবার ডোবে নিয়ম মত
চেনা পথের ভেতর দিয়ে অভ্যাসে রোজ
জানে না সে বুকটা ঝাঁজরা
খাক্ হয়েছে জ্বলে জ্বলে।

# বারুদ-জ্বালা

বুকের ভেতর ক্যানসারে-ঘা দগদগে লাল আগুন জ্বলে
মুখের ওপর কালসিটে দাগ আড়াআড়ি
বারুদ-জ্বালায় জ্বলে জ্বলে ঝলসে গেছে গায়ের পশম
যেন আমি ঝলসানো কাক পালক ছাড়া।

জল খুঁজেছি ঠাণ্ডা সাদা বরফ শীতল
জল চেয়েছি নিবিয়ে দিতে দগদগে লাল বুকের আগুন
চাতক পাখির মতই আমি জল চেয়েছি বুকের জ্বালা নিবিয়ে দিতে।

শূন্য আকাশ খরখরে লাল যেন আমার চোখের মত
বুকের ভেতর বারুদ জ্বলে শুকিয়ে গেছে সাগর নদী
এক ফোঁটা জল নেই, দু'চোখে বারুদ-জ্বালা।

# চোখ

চোখ চোখ চোখ
জোড়া জোড়া চোখ হাজার হাজার
লক্ষ লক্ষ ফোঁটা ফোঁটা জল ;
চোখের জলের সাগর গড়ায়
অসহায় বুকে ।

চোখ চোখ চোখ ।   জোড়া জোড়া চোখ
মিটমিট জ্বলে আকাশের বুকে
অঝোরে ঝরায় কান্নার জল
বুক ভিজে যায় ; তবুও ভেজে না
বালু চর মাটি ।

দলে দলে ছোটে কোটি কোটি যুগ
জোড়া জোড়া চোখ হাজার হাজার
বলির দৃষ্টি চোখের বলয়ে
ভাষাহীন চোখ বোবা কান্নায়
রক্ত গড়ায় অসহায় বুকে ।

# বাইরে যাব

ঘরটা আমার আমারই ঘর
দীর্ঘ দিনের ঘুমের সঙ্গী
সবই চেনা সবই জানা।
সিমেণ্ট বালি এবড়ো-খেবড়ো পলেস্তারা
খোলামকুচি দরজাকপাট বাক্সপ্যাটরা নড়বড়ে খাট
সবই চেনা সবই জানা।
অন্ধকারে ভ্যাপসা গন্ধ গাজলা-ওঠা উইয়ের ঢিপি
দীর্ঘ দিনের ঘুমের সঙ্গী
সবই চেনা সবই জানা।

ঘরটা আমার আমারই ঘর
ভিতর দিকে বন্ধ কপাট, ভিতর দিকে চাবি আঁটা
কেমন করে এলাম ঘরে ! কখন এলাম !
কে আমাকে নিয়ে এলো ! কেন আমায় নিয়ে এলো !
কেন আমি ঘরে আছি
বুঝি না তো।
অসাড় দেহ খাটের ওপর যেন আমি নড়বড়ে খাট
কেন আমি ঘরে আছি !

ঘরটা আমার আমারই ঘর
ভিতর দিকে চাবি আঁটা
কোথায় চাবি ঘরের চাবি
বাক্সপ্যাটরা খাটের নিচে কোথাও নেই ঘরের চাবি
শূন্য দেরাজ
কোথায় চাবি ঘরের চাবি !

ঘরটা আমার আমারই ঘর
বাইরে যাব বাইরে যাব।
ঘরের ভিতর স্যাঁতসেঁতে রাত ঝুলে পড়া গাদ্‌লা বিকেল
আধখানা দিন আধখানা রাত
বাইরে যাব বাইরে যাব।
ভিতর দিকে চাবি আঁটা ঘরটা আমার আমারই ঘর
দরজা ভেঙে জানলা ভেঙে
ভেঙেচুরে বাইরে যাব বাইরে যাব।

## বৃদ্ধ আমার সঙ্গে চলে

সকাল বিকেল দুপুর রাত্রি
বৃদ্ধ আমার সঙ্গে চলে ;
গলিঘুঁজি সোজা পথে মাঠে ঘাটে ঘরে বাইরে যেখানে যাই
পায়ে পায়ে জোঁকের মত জড়িয়ে থাকে
বৃদ্ধ আমার সঙ্গে চলে।

পেপারওয়েট হাতে নিয়ে যাই যখনই আর্শিটাকে গুঁড়িয়ে দিতে
বুড়ো আমায় নিষেধ করে
আবাদী মন অনাবাদের পাথর মাটি গুঁড়িয়ে দিতে
যাই যখনই লাঙল হাতে
অমনি বুড়ো পেছন টানে
বৃদ্ধ আমার সঙ্গে চলে।
ঘরের দেওয়াল ভেঙেচুরে চাই মিলাতে দূরদিগন্তে
বুড়োর চোখে প্রতিরোধের আগুন জ্বলে
বৃদ্ধ আমার সঙ্গে চলে।
ইচ্ছে করে বৃদ্ধটাকে হত্যা করি
বৃদ্ধ তখন অট্টহেসে গড়িয়ে পড়ে
পেপারওয়েট হাতে নিয়ে যাই যখনই আর্শিটাকে গুঁড়িয়ে দিতে
বুড়ো আমায় নিষেধ করে
বৃদ্ধ আমার সঙ্গে চলে।

# মরুর বুকে

মরুর বুকে উজাড় করে জয় করেছ মরুভূমি
ধুধুবালি বালির পাহাড় চোরাবালি।
সারা জীবন নীরব চোখে জল ঢেলেছ
উজাড় করে জল ঢেলেছ মরুর বুকে।
আলের বাঁধন নেই যে আমার বুকের ভেতর মরুভূমি
জমে না জল মরুর বুকে বুকের ভেতর
যায় গড়িয়ে; যেমন করে গড়ায় তোমার কপোল বেয়ে
নীরব চোখে সারা জীবন।

একটি শুধু বায়না ছিল
না বলা সে-বায়না তোমার চোখেই ছিল
উজাড় করে দেবে তুমি মরুর বুকে
নীরব চোখে সারা জীবন।
আলের বাঁধন নেই যে আমার বুকের ভেতর মরুভূমি
ধুধুবালি বালির পাহাড় চোরাবালি
নিজেই আমি ধাঁধায় পড়ি চোরাবালির অন্ধ গুহায়
কোথায় আমার চোরাবালির ঘূর্ণিবালু বুঝি না যে।

মরুর বুকে উজাড় করে জয় করেছ মরুভূমি
ধুধুবালি বালির পাহাড় চোরাবালি।

# যেও না একাকী

পায়ের শব্দে বুঝেছি মানুষ চলেছ একাকী অন্ধকারে
একাকী চলেছ ঝড়ে জলে কন্‌কনে হাওয়ায়
তোমার বয়স ?  জানি না কোথায় তোমার ঘর,
দেখতে কেমন ?  নারী কি পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না অন্ধকারে।
পায়ের শব্দে বুঝেছি মানুষ চলেছ একাকী উদাম মাঠে
এসো এই ঘরে আতিথ্য নাও ; যেও না একাকী ঝড়ে জলে
কন্‌কনে হাওয়ায়।

## শেষ বিকেলে

ছায়া আমার, আমার ছায়া !
সকালবেলা দীর্ঘ ছিলে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর
দীর্ঘ ছিলে পেছন দিকে
রৌদ্র রৌদ্র বৃষ্টি বৃষ্টি সকালবেলা।

দুপুরবেলা পায়ের নীচে।
আমার ছায়া মাড়িয়ে গেলাম সারা দুপুর
খটখটে রোদ সারা দুপুর।
দুপুর শেষে আবার তুমি দীর্ঘ হলে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর
এবার তুমি সামনে এলে
খরায় পোড়া লাল কাঁকরে নগ্ন মাঠে একলা আমি ;

তোমায় আমি ছুঁয়ে ফেলতে হাত বাড়ালাম
মিলিয়ে গেল হাতের ছায়া
তোমায় আমি ধরে ফেলতে জোরে জোরে পা বাড়ালাম
মিলিয়ে গেল পায়ের ছায়া।
নগ্ন মাঠে ছুটে ছুটে
ছুটে ছুটে হাতের ছায়া পায়ের ছায়া
ছায়ায় ছায়ায় মিলিয়ে গেল শেষ বিকেলে।

## বাইরে চলো

এখন আমার ভাঙার পালা বন্দীশালা
বন্দীশালা ভেঙেচুরে মিলিয়ে দেব দূরদিগন্তে।
ওরে ছায়া, আমার ছায়া ;
জুজুর ভয়ে কেন তুমি জবুথবু ?
—বাইরে চলো, বাইরে চলো !

বিষণ্ণ ছাদ, চার দেওয়ালে ছায়া নড়ে ;
মেঝের ওপর সটান লম্বা বিলাস-ব্যসন।
ওরে ছায়া, আমার ছায়া,
বাইরে এসো, বাইরে এসো !

খোলা আকাশ দিগন্ত মাঠ পূবের হাওয়া ;
চাতাল জুড়ে দেখছ না রোদ রোদের খেলা আকাশ জুড়ে।

## তোমার ছবি

বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে ভালোবাসা
বুকের ভেতর লুকিয়ে আছে মুখের আদল।
তোমার মুখের আদল খুঁজে পাই না কোন ভিড়ের ভেতর
ঘরের ভেতর ভালোবাসা শূন্য ঘরের দেয়াল জুড়ে
তোমার ছবি শূন্য ঘরের দেয়াল জুড়ে।

## শ্মশান

গভীর রাত চিতা জ্বলছে
খোলা আকাশ নিচে শ্মশান
শ্মশানে জাগে শুধুই রাত।
শ্মশানে ঘুম বিভোর ঘুম
পাহারা দেয় গভীর রাত।

গভীর রাত বুকের নিচে
চিতা জ্বলছে মুক্ত হাওয়া
প্রলয় নাচে মহাশ্মশান।

দিক্ বলয়ে সূর্য ওঠে
আবার ডোবে দিনের শেষে
মনে পড়ে না অতীত ছিলো
নিষুতি রাত মহাশ্মশান
হৃৎপিণ্ড শ্মশানে জ্বলে।

## অপ্রেম

ভর দুপুরে তোমায় আমি রাখব কোথায়
সাবধানে পা ফেলতে পার বসার জন্য ঘর খালি নেই।

শূন্য ছিলো ঘরগুলি সব হাহাকারের দিক দিশারী
আল ছিলো না জমির ওপর ভিন্ন ভিন্ন মুখের ছায়া
হাহাকারের বিষণ্ণ দিন বৃক্ষবিহীন মরুভূমি
মরুর বুকে রিক্ত নিঃস্ব বিষণ্ণ রাত।

কোন্ অছিলায় আল পড়েছে তামাম জমির খাসমহলে
অচেনা মুখ আলের বাঁধন এলোমেলো
অচেনা মুখ অজানা স্বাদ
নোনা জলে এবড়ো-খেবড়ো মুখের ছায়া।
হায়রে কখন ঘরগুলি সব ভরে গেছে এঁটোকাঁটায়
জমির ওপর খড়বিচালি কুলের কাঁটা
অচেনা সব মুখের ভিড়ে ঘর খালি নেই
ইতস্ততঃ অনেক ছায়া ছড়িয়ে আছে ঘরবাড়িময়।

সাবধানে পা ফেলতে পার বসার জন্য ঘর খালি নেই।

## ঝাঁ ঝাঁ আকাশ মাথায় নিয়ে

মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ আকাশ পায়ের নিচে কাঁকর মাটি
ঘর ছেড়েছি দুপুর রোদে ঝাঁ ঝাঁ আকাশ মাথায় নিয়ে।
ঝড়ের হাওয়া লু বইছে মাঠের মাঝে, দু-একটা কাক
উড়ে যাচ্ছে দল ছাড়া কাক ঝড়ের তাড়ায় দিশেহারা।

চার দেওয়ালের মাথার ওপর শূন্য আকাশ, শুধুই আকাশ।
হামাগুড়ি দিতে শিখে ছড়ে গেছে হাটু দুটো
খেলতে শিখে চার দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গেছে
ঝুরঝুরে চুন। মাথার ওপর শূন্য আকাশ। ঝড়ের হাওয়া
লু বইছে ; ঘর ছেড়েছি ঝাঁ ঝাঁ আকাশ মাথায় নিয়ে।

## বরং জ্বালিয়ে দাও

মধুচন্দ্রমায় চেয়েছো যেতে আসল চাঁদে
মিছিলের দেশে বাড়ন্ত তণ্ডুলে কোথায় পেলে এমন কবিতা ?
একটাই আকাশ তোমার আমার এবং চাঁদের
নিকটতম চাঁদের চেয়ে বহুগুণ দূরে আমাদের কবিতা
বহুগুণ দূরে স্থির কোন নক্ষত্রের মত।

মিছিলের দেশে বাড়ন্ত তণ্ডুলে এখন কবিতা নয়
কবিতা নয়, উর্বশী নয় আমাদের চাঁদ
বুড়ী চাঁদের প্রেমের টানে পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার আসে না।
বরং জ্বালিয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও ওই বুড়ী চাঁদটাকে
চাঁদে আগুন লাগিয়ে দিলে আর একটা সূর্য পেতে পারি
একটা সূর্যের আলোয় খুঁজে খুঁজে
আজও আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি অসহ রাতের কাছাকাছি
একটা সূর্যের আলোয় খুঁজে হারিয়ে গেছে বয়স আমার
স্মৃতির ভাঁজে গোটা একটা দিন অথবা দিনের মত আলো
খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত আমি
দাঁড়িয়ে রয়েছি অসহ রাতের কাছাকাছি।

আরো আলো আরো আলো
চাঁদে আগুন লাগিয়ে দিলে আর একটা সূর্য পেতে পারি
আড়াআড়ি দু'ফালি দিন পেতে পারি
ত্রিসীমানা জুড়ে আসবে না রাত
যোজন যোজন অন্ধকারের খিলে আঁটা রাত থাকবে না।

## আসতে পার

ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেইখানেতে আসতে পার
আসতে পার বুকের কাছে ঠিক যেখানে কান পেতেছি
কান পেতেছি খরায় পোড়া বুকের ভেতর
বুকের ভেতর মরা নদী
মরা নদীর উদম চরে অঢেল বালু
অঢেল বালু বালুর চরে বাঁও মেলে না
বাঁও মেলে না বুকের ভেতর অনাবৃষ্টি।

প্রখর রোদে খসে গেছে প্রসন্ন রাত
খরায় পোড়া মরা নদীর বালু চরে আসতে পার
আসতে পার আরো কাছে বুকের কাছে।

# ধু ধু সাদা

চড়াই ভেঙে মাঠ পেরিয়ে দিনের শেষে
কোথায় এলাম !
বিরাট বাড়ি মেঘ ছুঁয়েছে
মেঘের সঙ্গে কানাকানি
আষাঢ়ে মেঘ বুকের কাছে
পায়ে পায়ে চুপি চুপি
উঠোন ছেড়ে ঘরে এলাম।

দাঁড়িয়ে ছিলাম ভাবনাবিহীন
ত্ব'হাতে রাত আঁকড়ে ধরে
দাঁড়িয়ে ছিলাম সহস্র যুগ পলকবিহীন
দেওয়াল সাদা মেঝে সাদা
দরজা সাদা জানলা সাদা
সব-ই সাদা যেন ফাঁকা বিরাট আকাশ
সাদায় ঘেরা মাথার ওপর শুধুই আকাশ।

দিনের শেষে কেন আমি ঘরে এলাম
ঘরের ভেতর থমথমে রাত,
হাজার ত্বয়ার হাজার কোঠা যাওয়া আসার
ত্বয়ার খোলা।
যাব কোথায় ?
সারা শহর বরফ চাপা
চতুর্দিকে ধু ধু সাদা।
এ কোন শহর ?
কোন শহরে এই বাড়ীটা ?

কোন রাস্তায়? কত নম্বর?
দিনের শেষে কোথায় এলাম
ঘরের ভেতর থমথমে রাত
চতুর্দিকে ধু ধু সাদা।

## একটিই ছবি আছে

অনন্ত কাল হেঁটে চলেছি অচেনা রাস্তায় অজানা শহরে, জানি না কোথায় শেষ কত দূরে যেতে হবে এবং কত দিন চলতে হবে। স্পষ্ট মনে নেই উপক্রমের দিনগুলো। মাঝে মাঝে মনে হয় একটু থেমে জেনে নি ভুলে যাওয়া গল্পের মত; উপায় নেই কারণ আমাকে চলতেই হবে অন্ধকার রাতের বলয় পার হয়ে অন্য কোন দিনের প্রত্যাশায়।

একটিই ছবি আছে দিনের প্রত্যাশীর যাঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে চলেছি। আমি তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না, কেন না নগ্ন পায়ে কত দূর এসেছি জানি না।

## কম্পাস

মধ্যাহ্নের দিনগুলো পাড়ি দিতে
তুলেছি নোঙর ;
সমুদ্রে উঠেছে ঝড়
নিয়ে গেছে বহু দূরে
অজানা গভীর অন্ধকারে ।

দড়ি ছিঁড়ে দাঁড় ভেঙে
উড়িয়ে নিয়েছে পাল
কতবার ভেঙে গেছে
বিশ্বস্ত মাস্তুল
খুলে গেছে পাটাতন সমুদ্রের ঢেউয়ে ।
বিপন্ন জোয়ার জলে
তবুও তোমার জন্য
আমার হৃদয় ।

এই তো সে দিন
দু'দণ্ড সময় নিয়েছিলে ।
প্রচ্ছন্ন কাশের বনে হেমন্তের শেষে
কুয়াশা নীরব দুটি চোখ
সমুদ্রের বাঁকে বাঁকে
আজও চোখে পড়ে ;
নোনা জলে মোছে নাই
তোমার দোহার ।

এরই মধ্যে জীবনের যাদুঘরে

জমেছে অনেক পুঁথি
উড়ে গেছে খোলা পাতা
বহু পঞ্জিকার।
তবুও আমার
হৃদয় কম্পাস
তুমি আছো
সমগ্র উত্তর জুড়ে।

# এখন আমার সময় শুধু ভালো থাকার

সেই শহরে পৌঁছে গেছি
যে শহরে চক্ মিলানো বাড়িগুলো
ক্লান্ত এখন খেলার শেষে।

সেই নদীতে পৌঁছে গেছি
যে নদীতে জল থাকে না শুকিয়ে এখন বালুচরা
যে নদীতে ডুবে মরার নেইকো আরাম।

এখন আমার সময় শুধু ভালো থাকার।

# বিষণ্ণ আকাশ

ক্ষয় রোগ সমস্ত শরীরে
একে একে খসে গেছে
খড়-কুটো-স্মৃতি।
সংখ্যাতীত ক্ষয় কীট
আমি আর ঘড়ির ডায়েল
আজও বেঁচে আছি।

আকাশের সব তারা খসে গেলে
বিষণ্ণ আকাশ
শুধু হাহাকার
শুধু দীর্ঘশ্বাস।
একা একা বিশাল আকাশ।

ক্ষয় কীট
জরাজীর্ণ হাড়
বুকের পাঁজর
সব খসে যাবে।

তবু থেকে যায় ক্লান্তিহীন ঘড়ির ডায়েল
আর হাহাকার।

## বনবাদাড়ে

বুকের ভেতর জ্বলছে কেন
জ্বলছে যেন তাতাপোড়া
খুকখুকে জ্বর।
সারা দুপুর ঘুঘু চরে বুকের ভিটায়।
জমিজেরাত শূন্য খাঁ খাঁ
অনাবৃষ্টি
হাল পড়ে নি' অনেক বছর
তাতাপোড়ার ফাটল দিয়ে
দু-একটা গাছ
গজিয়ে ওঠে আগাছা ঝোপ
তাও থাকে না ঘুঘু চরে বুকের ভিটায়।

জমিজেরাত কব্‌লা দিতে
বেরিয়ে পড়ি বনের খোঁজে।

বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে
ঘুরে ঘুরে
ক্লান্ত আমি।
যতই আমি ঘুরেছি ওই
বনের ভেতর
শীতের হাওয়া
শুকনো পাতা
ঝাঁঝরা পাতা।
ফিরে যাব ?
যাই না ফিরে
কী হবে আর বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে।

# একটি চাবি

ঝাঁ ঝাঁ রোদে গাছের পাতা থমকে আছে
চুপটি করে বসে আছে সারা শহর
ফেরিওলা হেঁকে যাচ্ছে,—'নানা রকম চাবি আছে
হরেক তালার হাজার চাবি।'
জানলা দিয়ে চেয়ে ছিলাম পথের দিকে
ফেরিওলার হাজার চাবির
ঝন্‌ঝনাঝন আওয়াজ শুনে।
শূন্য পথে হেঁকে হেঁকে ফেরিওলা চলে গেলো
ঝাঁ ঝাঁ রোদে ছড়িয়ে গেলো চাবির আওয়াজ
ঝন্‌ঝনাঝন হাজার চাবি।

ফেরিওলার হেঁকে যাওয়া কথাগুলোর মধ্যে আমি
ভ্রূণের মত কাটিয়ে দিলাম সারা দুপুর
দুপুর গেলো সন্ধ্যা হলো
ঘুরে ফিরে একটি কথাই আসছে ভেসে
'হাজার চাবি।'
হাজার চাবি চাই না আমার
একশোও নয়
একটি কেবল
ঘুরে ঘুরে খুঁজেছি ওই একটি চাবি।
পাইনি খুঁজে
কোথাও আমি পাইনি খুঁজে
ঘুরে ঘুরে অবসন্ন হৃদয়ে আজ ভাবছি বসে
শূন্য হাতে।

হাজার চাব চাই না আমার
একশোও নয়
একটি কেবল
একটি চাবি।

কোথায় পাব
কোথায় পাব একটি চাবি
যে চাবিতে খুলতে পারি প্রতিবেশীর গভীর হৃদয়।

# প্রতিবিম্ব প্রত্যহ নতুন

অসীম জলের বুকে ভাসমান ভেলা
দিকহীন পথহীন নেই কোন দ্বীপের ইশারা।
অসীম জলের বুকে প্রতিবিম্ব প্রত্যহ নতুন
প্রতিদিন ছায়া পড়ে শত নাবিকের
অতীতের ছায়াগুলো স্রোতে ভেসে যায়।
বর্তমান স্থির নয়। নাবিক অতীত হয় জোয়ার ভাঁটায়।

অসীম জলের বুকে ছায়া পড়ে
তবু মনে হয়
এ-ছায়া আমার নয়। ছায়া পড়ে আয়নায়।

হাজার নাবিক কণ্ঠে শোনা যায় তীব্র প্রতিবাদ,—
'হাজার নাবিক তবু চিনেছে যেমন
চিরায়ত সেই পথে আমরাও চিনেছি তোমাকে।'
বোবা আর্তনাদে আজ বিদীর্ণ হৃদয়
এ-ছায়া আমার নয়। জলের অতল তলে দেখিনি আমাকে
কেঁপে কেঁপে ওঠে ঢেউ, ঢেউ ভেঙে পড়ে।

# শীতের হাওয়ায়

অন্ধকারের বোরকা পরা শীতের রাত
কুয়াশা ঘোর নিঝুম আকাশ
মাঠের ওপর হলুদ ঘাস
নিসর্গ রাত প্রহর গোণে
হু হু বাতাস গাছের ডালে।

হলুদ ঘাসেব আচ্ছাদনে
নিঝুম আকাশ ঢাকা কফিন
কফিনে ঘুম, অঘোর ঘুম
সারা শহর ঘুমিয়ে আছে
পাহারা দেয় শীতের রাত।
ঘুম আসে না
ঘুম আসে না কবরগুলোর
শীতের হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় সারা শহর।
কফিনে হাত, কনকনে হাত
কফিনে জাগে নিষুতি রাত।

নিষুতি রাত অন্ধকারে গাছের ছায়ায়
শীতের হাওয়ায় কবর ঘেরা মাঠের মাঝে
একা আমি
পায়ের নিচে হলুদ ঘাস
নিসর্গ রাত প্রহর গোণে
পাহারা দেয় শীতের রাত।

## শপথগুলো

হাত বাড়ালে শূন্য আকাশ
পা বাড়ালে মহাশ্মশান।

শপথগুলো ঝরা পাতা।

বৃষ্টি কোথায়
বাউর বাতাস
ঘুমোতে চাই
ঘুম আসে না
ঘুমের ভেতর ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধ কিছু নেই
ঘুমের ভেতর অগস্ত্য মন
শপথগুলো বিন্ধ্য-পাহাড়।

## বিদায়

তোমায় ভালোবাসার চেয়ে অনেক ভাল
ভালোবাসা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা
লুকিয়ে রাখা ভালোবাসার চেয়ে ভাল
বিদায় নেওয়া
বিদায় নেওয়া সেই শহরে
যে শহরে
পাখি ছিলো উড়ে গেছে
রাতগুলো সব ঝরা পালক।

## দিগন্ত রেখার মত

কত আর দূর হবে
হেঁটে হেঁটে পৌঁছে যাব
বিকেলের আগে।

ছুটে ছুটে ছুটে
বিকেল গড়িয়ে যায়
দিগন্ত রেখার মত তুমি সরে যাও।

মাঝে মাঝে মনে হয়
পৌঁছে গেছি, সে শুধু কুয়াশা।

## ভিসা হাতে

আবার গিয়েছি আমি বহু দিন পরে।

অভিমানে বিকেলের মাঠ
ডাঁটো ঘাস আগাছার ঝোপে
ঘুমিয়ে রয়েছে, যেন কোন রূপসী ঘুমায়।

ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে আছে পোড়ো বাড়ি
পায়ে পায়ে ধুলো কাদা জমে না এখন
অবাধ্য শিশুর লুটোপুটি ছুটোছুটি নেই আর
নিকোয় না ছোট বউ মাটি জলে ডোয়া
দুয়ারে গোবর ছড়া দেয় না বিহানে।

আমার পায়ের শব্দে খিড়কির দীঘি
ঝিনুকের মত চোখ খুলে শিথানে তাকায়
ঠাওর হয় না কিছু
কোথায় পড়ুয়া ছেলে—হৃদয়ের হীরা
গামছা ছুঁড়ে দিতো যারা শীতের সকালে
নায়রীরা কলসীর ঢেউ দিয়ে ঘাটে
গল্পে গল্পে ভুলে যেতো দুরন্ত দুপুর।

ভিসা ছিলো দু'দিনের।

ফেরার সময় হলে খিড়কির দীঘি
পোড়ো বাড়ি ছাড়া মাঠ চুপি চুপি বলে
'ভিসা হাতে এসো না এখানে।'

## স্মৃতির ভেতরে

গলিয়ায় কেনা এক ফালি ম্যাপ
পালানের পাশে বসে আমি ও পীযূষ
ভাগ করে নিয়েছি দুজনে।

যেতে যেতে পেছনে তাকালে
ঘুরে যায় চোখের চাহনি
আঁকাবাঁকা পথ
কুমার নদীর বাঁকে ছোট ছোট ডাঙা
পদ্মার উজান ঠেলে ইলিশের ঝাঁক
মেঘনার কালো জল, ঢেউগুলো
পাহাড়ের মত।

আরো দূরে স্মৃতির ভেতরে
ছুটোছুটি তাতাপোড়া রোদে
লুকোচুরি খেলা
কতবার দীঘি পার করেছি সাঁতারে ;
নুনে ভেজা পিরাণের জেবে
কসি আম চাছার ঝিনুক
ডাংগুলি জাম্বুরার বল
বেথুনের ঝোপে বসে আমি ও পীযূষ
নীল নাচ কালী কাচ গল্পে সারা দিন।

এখন শহরে ছোপ ছোপ তেল কালি ;
পিরাণের জেবে
গেটপাস, জবকার্ড

····আরেক বাংলা।
বেলা যত বাড়ে তত কালবেলা
দু'চোখে কুয়াশা
স্মৃতির ভেতরে ম্যাপ
···শুধু ধুলো জমে।